মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা'র ১০টি বিশেষ উদ্যোগ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ১০ টি বিশেষ উদ্যোগ

Develop a global partnership for development
Eradicate extreme poverty and hunger
Achieve universal primary education
Ensure environmental sustainability
2015
MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS
Promote gender equality and empower women
Combat HIV/Aids, malaria and other diseases
Improve maternal health
Reduce child mortality

MDG

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
1 NO POVERTY
2 ZERO HUNGER
3 GOOD HEALTH & WELL-BEING
4 QUALITY EDUCATION
5 GENDER EQUALITY
6 CLEAN WATER & SANITATION
7 AFFORDABLE & CLEAN ENERGY
8 DECENT WORK & ECONOMIC GROWTH
9 INDUSTRY INNOVATION INFRASTRUCTURE
10 REDUCED INEQUALITIES
11 SUSTAINABLE CITY & COMMUNITIES
12 SUSTAINABLE CONSUMPTION AND PRODUCTION
13 CLIMATE ACTION
14 LIFE BELOW WATER
15 LIFE ON LAND
16 PEACE & JUSTICE
17 PARTNERSHIP FOR THE GOALS

SDG

উদ্যোগ – ১
আমার বাড়ি আমার খামার ও পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক

শেখ হাসিনার উপহার
একটি বাড়ি একটি খামার
বদলাবে দিন তোমার আমার

এ প্রকল্পের ভিশন হলো নিজস্ব পুঁজি গঠন ও বিনিয়োগে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও জীবিকায়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য নিরসন ও টেকসই উন্নয়ন।

- একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প (বর্তমান নাম আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্প) গ্রহণ করা হয় ২০০৯ সালে

- প্রকল্পের লক্ষ্য - নিজস্ব পুজি ব্যবস্থাপনায় প্রান্তিক পর্যায়ে স্থানীয় প্রাকৃতিক ও মানব সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবিকায়ন নিশ্চিত করে দারিদ্র নিরসন ও টেকসই উন্নয়ন।

- উদ্দেশ্য - গ্রামাঞ্চলের প্রতিটি বাড়িকে কৃষিভিত্তিক উ□পাদনের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে গড়ে তোলা

- সমিতি গঠন – ০১ লক্ষ ২০ হাজার ৩২৫ টি

- উপকারভোগী সদস্য পরিবার– ৫৬ লক্ষ ৭৭ হাজার

- সদস্য সঞ্চয়– ২০৮৬ কোটি টাকা, সরকার প্রদত্ত বোনাস– ২০০০ কোটি টাকা

- মোট তহবিল– ৭৬০৯ কোটি টাকা

কার্যক্রম

- সমিতির সদস্যদের উঠান বৈঠক
- সমিতির তহবিল ব্যবহার ও জীবিকাভিত্তিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খামার সৃজন
- বিপণণে সহায়তা(বাজারজাতকরণ কার্যক্রম)- সদস্যদের সহায়তার জন্য উপজেলায় মার্কেটিং সেন্টার স্থাপন করা হচ্ছে(অনলাইন বাজারজাত করার সহায়তা)।৪১৭ টি উপজেলায় প্রকল্পের মার্কেটিং সেন্টার কাম অফিস ভবন তৈরি হয়েছে।

সাউথ এশিয়া ও এশিয়া প্যাসিফিক Manthan Award, 2013 অর্জন

পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক

- ২০১৪ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অভিপ্রায়ে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়
- ৫১% শেয়ারের মালিক সরকার এবং ৪৯% শেয়ারের মালিক সমিতি সমূহ
- ৫৭২৯৩টি গ্রাম সমিতি ৩২ লক্ষ সদস্য
- মুল লক্ষ্য - সুবিধাবঞ্চিত মানুষের মধ্যে সঞ্চয় প্রবণতা বৃদ্ধি এবং সঞ্চয় প্রবণতা বৃদ্ধির জন্য সঞ্চয়ের বিপরীতে ইনসেনটিভ প্রদান।
- উদ্দেশ্য- ১) সুবিধাবঞ্চিত মানুষের ক্ষুদ্র সঞ্চয় সংগ্রহ করে তথা মাইক্রোসেভিংস কার্যক্রমের মাধ্যমে পুঁজি গঠনে সহায়তা করা।
- ২) প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করে প্রয়োজনীয় ঋণ সহায়তা দিয়ে প্রতিটি বাড়িকে উ□পাদনমুখী কর্মকান্ডের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করা এবং কৃষি সেক্টরে প্রান্তিক পর্যায়ে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা।

উদ্যোগ-২
আশ্রয়ণ প্রকল্প

আশ্রয়নের অধিকার
শেখ হাসিনার উপহার

দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে ঋণ ও প্রশিক্ষণদানের মাধ্যমে স্বাবলম্বী করে তোলা আশ্রয়ণ প্রকল্পের অন্যতম লক্ষ্য।

ইতিহাস

- ১৯৭২ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি তৎকালীন নোয়াখালী বর্তমান লক্ষীপুর জেলার রামগতি উপজেলার চরপোড়াগাছা গ্রামে ভূমিহীন-গৃহহীন, অসহায় ছিন্নমূল মানুষের পুনর্বাসন কার্যক্রম শুরু হয়।
- বঙ্গবন্ধু হত্যার দীর্ঘ ২১ বছর পর তাঁর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৬ সালে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে, অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের মডেল' সামনে এনে পিছিয়ে পড়া ছিন্নমূল মানুষকে মূলধারায় আনার জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেন। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৯৭ সালে বঙ্গবন্ধুকন্যা কক্সবাজার জেলার সেন্টমার্টিনে প্রবল ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পুনর্বাসনের উদ্যোগ নেন।

দারিদ্র বিমোচনে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নঃ 'শেখ হাসিনা মডেল'

- সমাজের সুবিধা বঞ্চিত মানুষগুলোকে উন্নয়নের মূল ধারায় নিয়ে আসার জন্য শেখ হাসিনা সরকার বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। সমাজের মূলধারার মানুষের সাথে জলবায়ু উদ্বাস্তু, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, তৃতীয় লিঙ্গ, ভিক্ষুক, বেদে, দলিত, হরিজনসহ সমাজের পিছিয়ে পড়া অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষের জন্যও জমিসহ ঘর প্রদান করা হচ্ছে।
- শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করার মাধ্যমে তাদেরকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল ধারায় অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে।
- ১৯৯৭ সালে প্রকল্পের শুরু থেকে এ পর্যন্ত শুধুমাত্র আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে ব্যারাক, ফ্ল্যাট, বিভিন্ন প্রকার ঘর ও মুজিববর্ষের একক গৃহে মোট ৫ লক্ষ ৭ হাজার ২৪৪টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে।

“শেখ হাসিনা মডেলের” মূল বৈশিষ্ট্য ছয়টি নিম্নরূপ–

১. উপার্জন ক্ষমতা ও সঞ্চয় বৃদ্ধি করে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করা;

২. সম্মানজনক জীবিকা ও সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা;

৩. নারীদের জমিসহ ঘরের অর্ধেক মালিকানা দিয়ে নারীর ক্ষমতায়ন করা;

৪. প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা ও সক্ষমতা বাড়িয়ে মানবসম্পদ উন্নয়ন করা;

৫. ব্যাপকহারে বনায়ন ও বৃক্ষরোপণ করে পরিবেশের উন্নতি সাধন করা;

৬. গ্রামেই শহরের সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা।

মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে নির্মিত একক গৃহ

- প্রথম পর্যায়ে জানুয়ারি ২০২১ তারিখে জমির মালিকানাসহ হস্তান্তরিত গৃহের সংখ্যাঃ ৬৩ হাজার ৯৯৯টি
- দ্বিতীয় পর্যায়ে জুন ২০২১ তারিখে জমির মালিকানাসহ হস্তান্তরিত গৃহের সংখ্যাঃ ৫৩ হাজার ৩৩০টি
- চলমান তৃতীয় পর্যায়ের নির্মাণাধীণ একক গৃহের সংখ্যাঃ ৬৫,৬৭৪ টি
- চলতি ২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত বরাদ্দকৃত মোট একক গৃহের সংখ্যাঃ ১ লক্ষ ৮৩ হাজার ৩টি

- স্থানভেদে ২ শতক জমির দাম ৩০ হাজার থেকে ১০ লাখ টাকা, পরিবার প্রতি নলকূপ বাবদ ৭ হাজার টাকা, নামজারী ও রেজিস্ট্রেশন বাবদ আছে ১,৭০০ টাকা, বিদ্যু সংযোগ ও ওয়ারিং বাবদ ৭ হাজার টাকা, সব মিলিয়ে পরিবার প্রতি অনুদান প্রায় ৩ লাখ ৪৩ হাজার ৭০০ টাকা থেকে ১৩ লাখ ১৩ হাজার ৭০০ টাকা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাঁর 'গৃহহীনে গৃহদান' কর্মসূচির মাধ্যমে যার কিছুই ছিলনা তাকে করেছেন লাখপতি।
- ব্রাজিল, কলম্বিয়া এবং দক্ষিণ আফ্রিকা সহ বেশ কয়েকটি দেশে জমি কেনার জন্য স্বল্প সুদে ঋণ দেয়া হয়, ঘরসহ জমির মালিকানা বাংলাদেশেই প্রথম।

মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে একক গৃহ নির্মাণের লক্ষ্যে সারাদেশে উদ্ধারকৃত খাস জমির পরিমাণ

- সারাদেশে উদ্ধারকৃত খাস জমির হালনাগাদ পরিমাণঃ **৫৫১২.০৪ একর**
- সারাদেশে উদ্ধারকৃত খাস জমির আনুমানিক স্থানীয় বাজার মূল্যঃ **২৯৬৭ কোটি ৯ লক্ষ টাকা**

“শেখ হাসিনা মডেল” এর সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন

- নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিতকরণ-

- স্বামী-স্ত্রীর যৌথ নামে ভূমি ও গৃহের মালিকানা স্বত্ব প্রদান

- সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ-

- সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় মুক্তিযোদ্ধা, বয়স্ক, বিধবা ও প্রতিবন্ধী ভাতাসহ অন্যান্য কর্মসূচির সুবিধা প্রাপ্তির বিষয়টি অগ্রাধিকারসহ বিবেচনা

- মানবসম্পদ উন্নয়ন-

- বিভিন্ন উ□পাদনমুখী ও আয়বর্ধক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করার জন্য ব্যবহারিক ও কারিগরি প্রশিক্ষণ দেওয়া

➢ অর্থনৈতিক উন্নয়ন-

- আশ্রয়ণ প্রকল্প ও সরকারি বিভিন্ন সংস্থা থেকে তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য ক্ষুদ্র ঋণের ব্যবস্থা করা এবং সামাজিক সংস্থা এবং এনজিওকেও এসব কর্মসূচির সাথে সম্পৃক্ত করা

➢ গ্রামেই শহরের সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিতকরণঃ

- পুনর্বাসিত পরিবারের জন্য বিনামূল্যে বিদ্যু সংযোগ দেওয়া
- প্রকল্প স্থানে নিরাপদ সুপেয় পানির জন্য নলকূপের সংস্থান
- পুনর্বাসিত পরিবারের জন্য কমিউনিটি সেন্টার, মসজিদ/মন্দির ও কবরস্থানসহ পুকুর খনন ও অভ্যন্তরীণ যোগাযোগের জন্য রাস্তা নির্মাণ করে দেওয়া

➢ পরিবেশ উন্নয়ন-

- প্রকল্প এলাকায় ফলদ, বনজ ও ঔষধি বৃক্ষ রোপন করাসহ কৃষি কাজে উ□সাহ প্রদান করা

➢ উন্নত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণ-

- পুনর্বাসিত পরিবারের জন্য স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণে কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে সেবা প্রদান করা

খুরুশকূল বিশেষ আশ্রয়ণ

- ২০১৪-১৫ অর্থবছরে খুরুশকুল বিশেষ আশ্রয়ণ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়।
- এ প্রকল্পের আওতায় ৫-তলা বিশিষ্ট ১৩৯টি বহুতল ভবন নির্মাণ করে ৪৪০৯টি জলবায়ু উদ্বাস্তু পরিবার পুনর্বাসন করা হবে।
- মুজিববর্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ উপহার হিসেবে প্রথম পর্যায়ে ৬৪০টি জলবায়ু উদ্বাস্তু পরিবারকে ৪০৬.০৭ বর্গফুট আয়তন বিশিষ্ট একটি করে ফ্ল্যাট বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।
- নোয়াখালীর ভাসানচরে আশ্রয়ণ প্রকল্প-৩ এর আওতায় ২৯,১১৬ জনকে পুনর্বাসন করা হয়েছে। লক্ষ্যমাত্রা-১০৩০০০ জনকে পুনর্বাসন পরিকল্পনা।

খুরুশকূল বিশেষ আশ্রয়ণ

Constructed Buildings for Climate Victim

অবকাঠামো/বিষয়	বর্ননা	পরিমান
৫-তলা বহুতল ভবন	ভবনের সংখ্যা	১৩৯টি
	প্রতিটি ভবনের নির্মাণ ব্যয়	৭.১৫ কোটি টাকা
	প্রতি ফ্লোরে ইউনিটের সংখ্যা	৮টি
	প্রতি ভবনে পরিবার সংখ্যা	৩২টি (নিচতলা ফাঁকা যেখানে উপকারভোগীগনের সমিতির বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালিত হবে)
	প্রতি ইউনিটের আয়তন	নীট ব্যবহারযোগ্য : ৪০৬.০৭ বর্গফুট কমন ব্যবহারযোগ্য : ১৫০.০০ বর্গফুট মোট আয়তন : ৪৫৬.০৭ বর্গফুট
আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের আওতায় ১০ পদাতিক ডিভিশন, রামু সেনানিবাস কর্তৃক বাস্তবায়িত	ভবনের সংখ্যা ও নির্মাণ ব্যয়	সংখ্যা : ২০টি ব্যয় : ১১০ কোটি টাকা
	(১৯টি ভবনের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত ও ১টি ভবনের নির্মাণ কাজ ৪৫% সম্পন্ন হয়েছে)	
	গ্যাস সিলিন্ডার ও চুলা সরবরাহ	পরিবার প্রতি ১টি করে গ্যাস সিলিন্ডার ও ডাবল বার্নার চুলা সরবরাহ করা হয়েছে।
	পানি সরবরাহ ব্যবস্থা	২০টি ভবনের জন্য স্থাপিত অগভীর নলকূপের সংখ্যা : ২০ টি (সাময়িক), প্রণীত ডিপিপির ভিত্তিতে স্থায়ী পানি সরবরাহ ব্যবস্থা ও রেইন ওয়াটার হার্ভেষ্টিং কাজটি সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ নিশ্চিত করবে।

অবকাঠামো/বিষয়	বর্ননা	পরিমান
আধুনিক শুটকী মহাল নির্মাণ (ইটিপি, ডব্লিউটিপি, কোল্ডস্টোরেজ, আইস প্ল্যান্ট, ফিশ মিল ও ফিশ ওয়েল প্ল্যান্ট, ফিশ প্যাকেজিং ইন্ডাস্ট্রি ও বিক্রয় কেন্দ্র) (মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন কর্তৃক বাস্তবায়িতব্য)	ইটিপি এর ধারণ ক্ষমতা	৩০ কিউবিক মিটার/দিন
	ডব্লিউটিপি এর ধারণ ক্ষমতা	৪০ কিউবিক মিটার/দিন
	কোল্ডস্টোরেজ এর সংখ্যা ও ধারণ ক্ষমতা	২ টি ৫০০ মে.টন প্রতি কোল্ড স্টোরেজ
	প্যাকেজিং ইন্ডাস্ট্রিজ এর আয়তন	৩০৪৭ বর্গফুট
	মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন কর্তৃক পৃথক ডিপিপি প্রণয়নের কাজ চলমান।	
পর্যটন জোন (পর্যটন কর্পোরেশন কর্তৃক বাস্তবায়িতব্য)	আধুনিক সুযোগসুবিধা সম্বলিত একটি আর্ন্তজাতিক মানের পর্যটন জোন পৃথক ডিপিপির মাধ্যমে পর্যটন কর্পোরেশন কর্তৃক বাস্তবায়িত হবে। ইতোমধ্যে মন্ত্রণালয় কর্তৃক সম্ভাব্যতা যাচাই করা হয়েছে।	
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়িতব্য অবকাঠামো	১টি প্রাথমিক বিদ্যালয় কাম সাইক্লোন শেল্টার ও ১টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়	
ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স ষ্টেশন নির্মাণ	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত হবে।	
২টি জেটি নির্মাণ	বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নদী বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাস্তবায়িত হবে।	
পুলিশ ফাঁড়ি নির্মাণ	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জন নিরাপত্তা বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত হবে।	
হ্যালিপ্যাড নির্মাণ	সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ কর্তৃক ইতোমধ্যে ২টি হ্যালিপ্যাডের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।	

সামগ্রিক অর্জন

ক্রমিক নং	কার্যক্রম (জুলাই ১৯৯৭ হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত)	মোট পুনর্বাসিত পরিবার সংখ্যা
০১.	ব্যারাক হাউজ নির্মাণের মাধ্যমে পুনর্বাসন	
	আশ্রয়ণ প্রকল্প (১৯৯৭-২০০২)	৪৭,২১০ টি
	আশ্রয়ণ প্রকল্প (ফেইজ-২) (২০০২-২০১০)	৫৮,৭০৩ টি
	আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প (২০১০- মার্চ ২০২২)	৬২,১৩৫ টি
মোট		১,৬৮,০৪৮ টি
০২.	নিজ জমিতে গৃহ নির্মাণের মাধ্যমে	১,৫৩,৮৫৩ টি
০৩.	জলবায়ু উদ্বাস্তু পরিবারের জন্য কক্সবাজারের খুরুশকুলে নির্মিত বহুতল ভবনে বিনামূল্যে ফ্ল্যাট হস্তান্তর	৬৪০ টি
০৪.	ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী পরিবারের জন্য বিশেষ ডিজাইনের ঘর	৬০০ টি
০৫.	নদী ভাঙ্গনে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার	১০০ টি
০৬.	ঘূর্ণিঝড় আম্ফানে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার	১,০০০ টি
০৭.	মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে চলতি অর্থবছর পর্যন্ত নির্মিত দুই কক্ষ বিশিষ্ট সেমিপাকা একক ঘর	১,৮৩,০০৩ টি
সর্বমোট		৫,০৭,২৪৪ টি

উদ্যোগ – ৩
ডিজিটাল বাংলাদেশ

ডিজিটাল বাংলাদেশ উপহার

শেখ হাসিনাই রূপকার

জনগণের দোরগোড়ায় অনলাইনে রাষ্ট্রীয় সেবা পৌছানো এ প্রকল্পের মূল লক্ষ্য—যাতে ভোগান্তিবিহীন, দুর্নীতিমুক্ত ও স্বচ্ছতার সাথে স্বল্পতম সময়ে জনগণের কাছে সেবা পৌছানো যায়।

ডিজিটাল সেন্টার

৬,৬৮৬টি ডিজিটাল সেন্টার
(ইউনিয়ন, পৌরসভা ও
সিটি কর্পোরেশন)

২৭২ ধরনের সেবা

৫৪০ মিলিয়ন সেবা

- সবার জন্য কানেকটিভিটি, দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়ন, ই-গভর্নমেন্ট এবং আইসিটি ইন্ডাস্ট্রি প্রোমোশন—এ চারটি সুনির্দিষ্ট প্রধান স্তম্ভ নির্ধারণ করে ডিজিটাল বাংলাদেশের বাস্তবায়ন হয়েছে।
- বিশ্বের সবচেয়ে বড় তথ্য বাতায়ন বাংলাদেশের, যেখানে সরকারি ওয়েবসাইট ৫১ হাজারেও বেশি;
- দেশের ৩ হাজার ৮০০ ইউনিয়ন এখন ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট কানেক্টিভিটির আওতায়।
- বর্তমানে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা ১৩ কোটির বেশি এবং মুঠোফোন সংযোগের সংখ্যা ১৮ কোটির ওপর।
- ডিজিটাল সেন্টারে ১৬ হাজারের বেশি উদ্যোক্তা কাজ করছেন, যেখানে ৫০ শতাংশ নারী উদ্যোক্তা রয়েছেন।
- ডিজিটাল সেন্টার থেকে নাগরিকেরা প্রায় ৮০ কোটির অধিক সেবা গ্রহণ করেছেন। ফলে নাগরিকদের ৭৮ দশমিক ১৪ শতাংশ কর্মঘন্টা, ১৬ দশমিক ৫৫ শতাংশ ব্যয় এবং ১৭ দশমিক ৪ শতাংশ যাতায়াত সাশ্রয় করা সম্ভব হয়েছে।

- প্রায় সাড়ে ৬ লাখ প্রশিক্ষিত ফ্রিল্যান্সার আউটসোর্সিং খাত থেকে অন্তত ৫০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করছেন
- ১০টি হাই-টেক/আইটি পার্কে বিনিয়োগের পরিমাণ ১ হাজার ৫০০ কোটি টাকা।
- ডিজিটাল অর্থনীতির আকার ১ দশমিক ৪ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গেছে।
- সরকারের লক্ষ্য, ২০২৫ সালে আইসিটি রপ্তানি ৫ বিলিয়ন ডলার এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির মাধ্যমে আইসিটি খাতে কর্মসংস্থান ৩০ লাখে উন্নীত করা।
- ১০৯টি হাই–টেক/আইটি পার্কে/শেখ কামাল আইটি ইনকিউবেশন সেন্টারের (১৭টি বেসরকারি আইটি পার্ক) মধ্যে নির্মিত ১০টি পার্কে দেশি-বিদেশি ১৯২টি প্রতিষ্ঠান ব্যবসায়িক কার্যক্রম শুরু করেছে।
- জরুরি সেবা-৩৩৩,৯৯৯,

উদ্যোগ – ৪
শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি

শেখ হাসিনার চিন্তার ফসল

শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি হোক সফল

অর্থের অভাবে শিক্ষার সুযোগ বঞ্চিত দরিদ্র মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা নিশ্চিতকরণ

ট্রাস্টের কার্যাবলি

১. ৬ষ্ঠ থেকে স্নাতক (পাস) ও সমমান শ্রেণি পর্যন্ত দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের বিনা বেতনে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি ও উপবৃত্তি প্রদান;

২. ট্রাস্ট তহবিলের জন্য অর্থ সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিনিয়োগ;

৩. প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষার্থী নির্বাচনের মানদন্ড নির্ধারণ;

৪. উপবৃত্তির হার ও পরিমাণ নির্ধারণ;

৫. ট্রাস্ট এর সকল স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ ও হেফাজতকরণ;

৬. ট্রাস্ট এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের নিমিত্ত বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণসহ যাবতীয় কার্যক্রম গ্রহণ;

৭. ট্রাস্ট এর অধীন গবেষণা কার্যক্রম পরিচালন;

৮. মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর এবং মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ট্রাস্ট ফান্ড সংক্রান্ত কাজে সম্পৃক্তকরণ;

৯. শিক্ষা কার্যক্রমে সরকারি-বেসরকারি সংস্থা এবং সমাজের বিত্তশালীদের সম্পৃক্তকরণ;

১০. শিক্ষার্থী ঝরে পড়া রোধসহ সকল পর্যায়ে শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিতকরণ;

১১. স্নাতকোত্তর পর্যায়ে উচ্চতর গবেষণার জন্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.ফিল.ও পিএইচ.ডি. কোর্সে নিবন্ধিত বা গবেষণায় নিয়োজিত গবেষককে ফেলোশিপ ও বৃত্তি প্রদান।

- ২০১২ সালে শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠিত হয়।

- স্নাতক ও সমমানের ১,৮২,১০৩ জনকে উপবৃত্তি

- উপবৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীর টিউশন ফি বাবদ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুকুলে ৯৭,০৯,৮৫,৫৮০ টাকা ইএফটিএন ও অনলাইন ব্যাংকিং এর মাধ্যমে বিতরণ

- মাধ্যমিক পর্যায়ে ৩২,৭১,০৫৯ টাকা ও উচ্চ মাধ্যমিকে ৬,৫২,১০৭ টাকা বিতরণ

- ২০-২১ অর্থ বছরে মাধ্যমিক,উচ্চ মাধ্যমিক , স্নাতক ও সমমানের ৫০৮ জন শিক্ষার্থীকে ৩৩,৮৮,০০০ টাকা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি সহায়তা দেয়া হয়েছে।

- ২০-২১ অর্থ বছরে মাধ্যমিক,উচ্চ মাধ্যমিক , স্নাতক ও সমমানের ১০ জন শিক্ষার্থীকে ৪,৬০,০০০ টাকা চিকিৎসা অনুদান দেয়া হয়েছে।

- ২০-২১ অর্থ বছরে শিক্ষা সহায়তা উপকরণ হিসেবে পটুয়াখালী জেলার একটি স্কুলে ১১০ জন শিক্ষার্থীকে স্কুল ব্যাগ ও জ্যামিতি ব্যাগ দেয়া হয়।

- ২০-২১ অর্থ বছরে এমফিল ও পিএইচডি কোর্সে ১৪ জন করে গবেষককে ১২,৬০,০০০ টাকা ও ২৪,৩০,০০০ টাকা ফেলোশিপ ও বৃত্তি দেয়া হয়।

- অনন্য মেধাবী শিক্ষার্থী উ□সাহ ও স্বীকৃতি প্রদানের লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু স্কলার নির্বাচন ও বৃতি দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

- ২০২২ সালে ১ম থেকে ৯ম শ্রেণী পর্যন্ত সারা দেশে বিনামূল্যে ৩৫ কোটি বই বিতরণ করা হয়েছে ।

- শিক্ষার হার বেড়ে ৭৪.৬৬% হয়েছে।

- আইটি নির্ভর শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনসহ শ্রেনীকক্ষে মাল্টিমিডিয়া ও ইন্টারনেট সংযোগ নিশ্চিত করা হয়েছে।

১. জরুরি আর্থিক সহায়তাপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী: তামান্না আক্তার নুরা

উদ্যোগ – ৫
নারীর ক্ষমতায়ন

শেখ হাসিনার বারতা

নারী পুরুষ সমতা

সর্ব ক্ষেত্রে নারীর অংশ গ্রহণ ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা

- **৬ মাস মাতৃত্ব ছুটির** প্রচলন - ২০১১ সাল থেকে
- জয়িতা ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা
- **১২ হাজার ৯৫৬ টি** পল্লী মাতৃকেন্দ্রের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত নারীদের বিভিন্ন বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণ ও সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রদান
- যৌন নির্যাতন প্রতিরোধে ব্যবস্থা গ্রহণ
- ৪০ টি মন্ত্রণালয়ে জেন্ডার সংবেদী বাজেট প্রণয়ন
- বাল্যবিবাহ নিরোধে বিশেষ উদ্যোগ

- ২০২২-২৩ অর্থবছরে সরকার নারী উন্নয়নে মোট ২ লাখ ২৯ হাজার ৪৮৪ কোটি টাকার জেন্ডার বাজেট ঘোষণা করেছে।

- নারীর ক্ষমতায়ন ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি' খাত যেখানে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে নারী উন্নয়ন খাতের ৪১ শতাংশ
- জেন্ডার বাজেটের সর্বোচ্চ ৫২ শতাংশ বরাদ্দ পেয়েছে 'সরকারি সেবাপ্রাপ্তিতে নারীর সুযোগ বৃদ্ধি' এবং উ□পাদন , শ্রমবাজার ও আয়বর্ধক কাজে নারীর অধিকতর অংশগ্রহণ' সংক্রান্ত বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে ৭ শতাংশ
- ২১-২২ অর্থ বছরে ৮৩৬০ জন শ্রমিকের মাতৃকল্যাণ সুবিধা নিশ্চিত করা হয়েছে
- কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে ২ বছরে ৮২১ টি শিশু কক্ষ নির্মাণ করা হয়েছে

দেশের ৬ হাজার ১৬০টি শিল্প-কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে 'শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র' গড়ে তোলা হয়েছে।

নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিতকল্পে নিম্নরুপ আইন প্রনয়ণ করা হয়েছ-

- নারী উন্নয়ন নীতিমালা-২০১১
- পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন-২০১০
- পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) বিধিমালা-২০১৩
- ডিঅক্সিরাইবো নিউক্লিক এসিড আইন -২০১৪
- বাল্য বিবাহ নিরোধ আইন -২০১৭

নারীর ক্ষমতায়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অর্জন

The Hon'ble PM was awarded the "Agent of Change" award and "Planet 50-50 Champion" for outstanding contributions to women empowerment in 2015

The Hon'ble PM receives the 'Global Women's Leadership' Award for promoting women's rights and empowerment in 2018

The hon'ble PM received 'MDG award' from the UN for reducing child mortality rate in 2010.

a memento titled,by UNESCO, 'Peace Tree', to the Prime Minister in recognition of her outstanding contribution to girls' and women education in 2014

Planet 50-50 by 2030
Step It Up for Gender Equality

The UN Women recognised the PM as Planet 50-50 Champion,for her outstanding contributions to women empowerment in 2016

Global Partnership Forum handed over the "Agent of Change Award"to the PM in 2016

উদ্যোগ –৬
ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ

শেখ হাসিনার উদ্যোগ

ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ

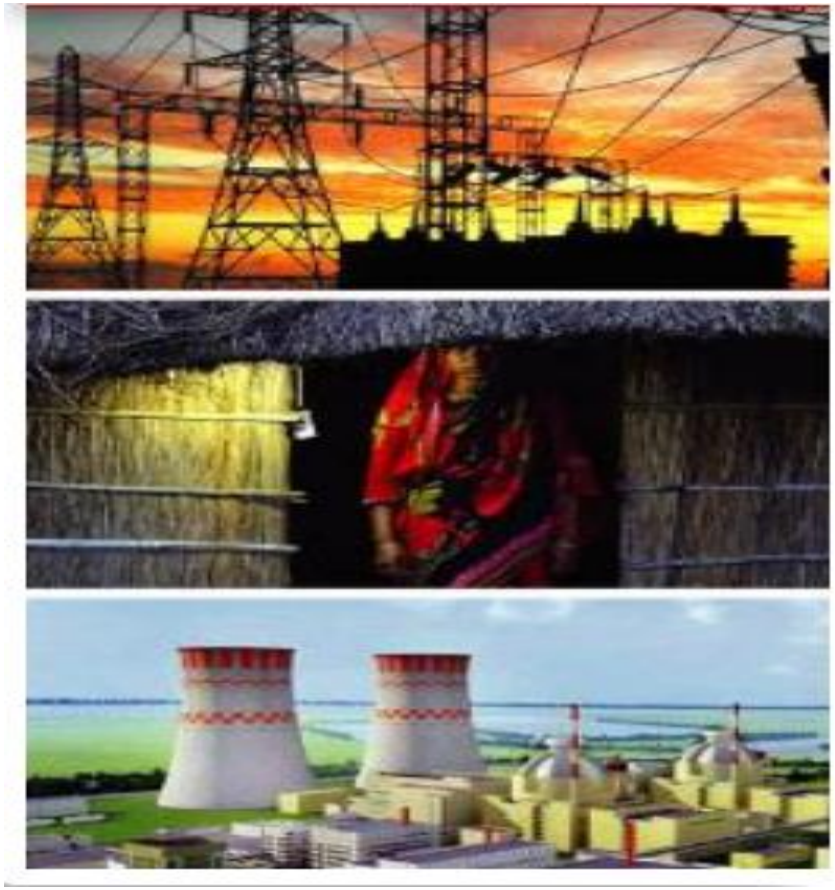

জাতীয় প্রবৃদ্ধি অর্জন, দারিদ্র্য বিমোচন এবং দেশের আর্থ-সামাজিক ও মানবসম্পদ উন্নয়নে ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌছানো এ কর্মসূচির লক্ষ্য।

২০০৯ এর আগে ও পরে বিদ্যুৎ

২০০৯ এর আগে	বর্তমানে
বিদ্যু কেন্দ্রের সংখ্যা – ২৭ টি	বিদ্যু কেন্দ্রের সংখ্যা –১৫৪টি
উপাদন ক্ষমতা ৪৯৪২ মেগাওয়াট	উপাদন ক্ষমতা ২৫৭৩০ মেগাওয়াট
বিদ্যু সুবিধাপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠী ৪৭%	বিদ্যু সুবিধাপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠী ১০০%

লেখচিত্র ১০.৩: বিদ্যুৎ উৎপাদন (জ্বালানির ভিত্তিতে)

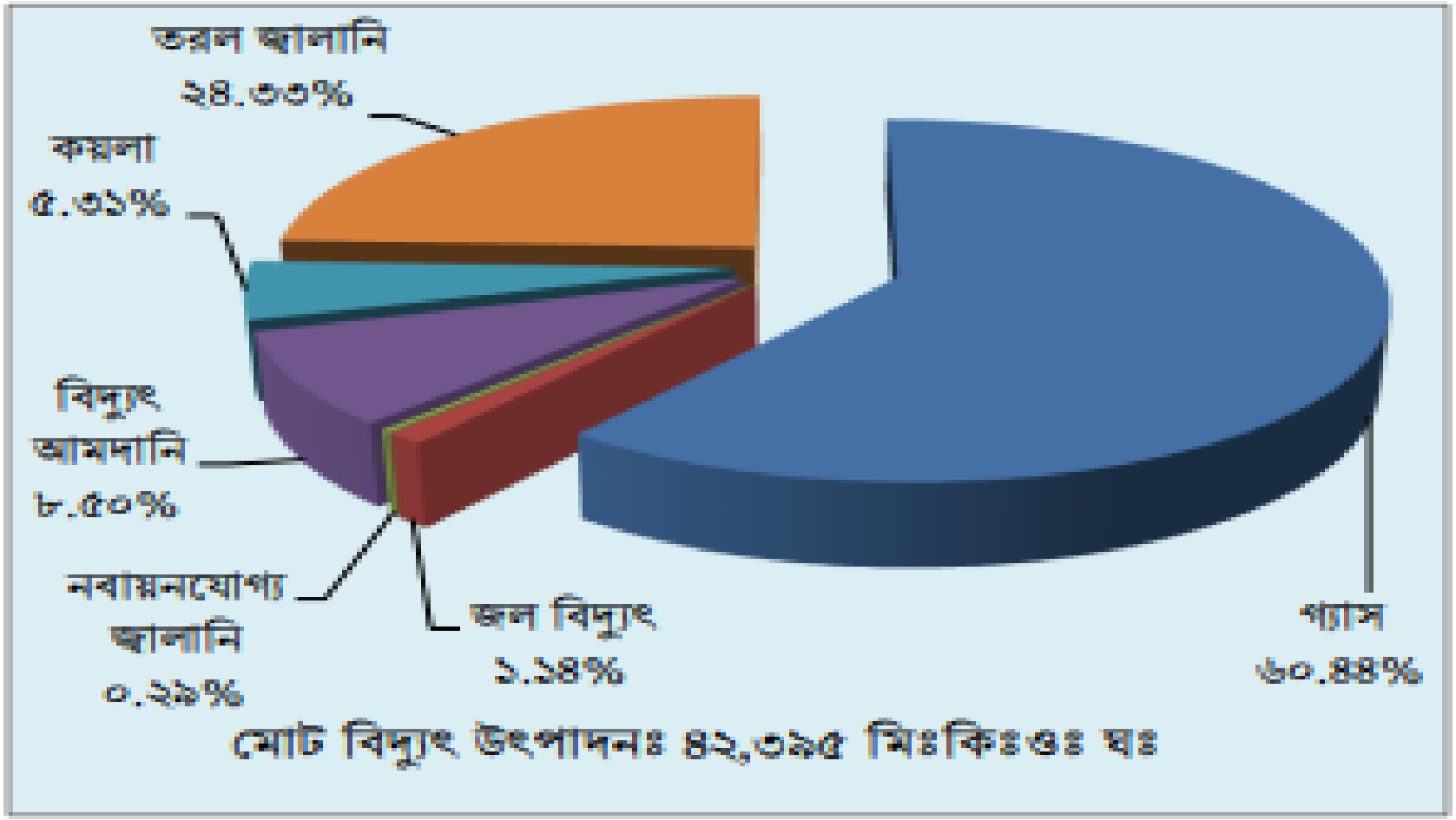

উৎসঃ বিদ্যুৎ বিভাগ,বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়। *ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত।

সরকারি খাতে উল্লেখযোগ্য প্রকল্পসমূহঃ

- আশুগঞ্জ ৪০০ মেগাওয়াট (গ্যাস)
- ঘোড়াশাল ৩য় ও ৪র্থ ইউনিট রিপাওয়ারিং
- খুলনা ৩৩৬ মেগাওয়াট সিসিপিপি
- বিবিয়ানা দক্ষিণ ৩৮৩ মেগাওয়াট সিসিপিপি
- মাতারবাড়ী ১,২০০ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক
- রূপসা ৮৮০ মেগাওয়াট সিসিপিপি

যৌথ উদ্যোগে নির্মাণাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্পসমূহঃ

- পটুয়াখালী ১,৩২০ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র (RNPL)
- পটুয়াখালি ১,২০০-১,৩২০ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র (২য় পর্যায়ে-BCPCL),
- মৈত্রী সুপার ১,৩২০ মেগাওয়াট থার্মাল বিদ্যুৎকেন্দ্র (BIFPCL)
- রূপপুর ২X১,২০০ মেগাওয়াট পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র

বেসরকারি খাতে নির্মাণাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্পসমূহঃ

- মেঘনাঘাট ৫৮৩ মেগাওয়াট, ৭৫০ মেগাওয়াট ও ৫৮৪ মেগাওয়াট বিদ্যুৎকেন্দ্র
- চট্টগ্রাম ১,২২৪ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র

ফাস্ট ট্র্যাক প্রজেক্ট

- মাতারবাড়ী আলট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল কোল ফায়ার্ড পাওয়ার প্রজেক্ট- ১২০০ MW
- ২X৬৬০ মেঃওঃ মৈত্রী সুপার থার্মাল পাওয়ার প্রজেক্ট (রামপাল), বাগেরহাট
- পায়রা ১৩২০ মেঃওঃ থার্মাল পাওয়ার প্লান্ট প্রকল্প (২য় ফেইজ) [যৌথ মালিকানাধীন]

উদ্যোগ –৭
কমিউনিটি ক্লিনিক ও
মানসিক স্বাস্থ্য

শেখ হাসিনার অবদান

কমিউনিটি ক্লিনিক বাঁচায় প্রাণ

গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করাই এ কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য।

- ১৯৭৮ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার আলমাআতা সম্মেলনে ২০০০ সালের মধ্যে ‘সবার জন্য স্বাস্থ্য’ ঘোষণা এসেছিল।
- ১৯৯৬ সালে দেশব্যাপী ১৮ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়
- প্রতি ৬ হাজার গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জন্য একটি করে
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মস্থান গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া উপজেলার পাটগাতি ইউনিয়নের গিমাডাঙ্গা গ্রামে ২০০০ সালে ১ম কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন করা হয়।
- বর্তমানে মোট ১৪ হাজার ১৫৮টি কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে
- বিনামূল্যে ৩০ ধরনের ঔষধ ও স্বাস্থ্যসেবা সামগ্রী প্রদান করা
- সরকার ২০৩০ সালের মধ্যে সবার জন্য স্বাস্থ্যসেবা দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে।

কার্যক্রম

- কমিউনিটি ক্লিনিকের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো, এটি সরকার ও জনগণের সম্মিলিত অংশীদারত্বের একটি সফল কার্যক্রম, যেখানে স্থানীয় বাসিন্দারা জমি দেন ও প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনায়ও ভূমিকা রাখেন। অন্যদিকে কর্মী নিয়োগসহ ক্লিনিক পরিচালনার সব খরচ সরকার বহন করে।

- ক্লিনিক থেকে মা, নবজাতক ও অসুস্থ শিশুর সমন্বিত সেবা (আইএমসিআই), প্রজননস্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা এবং সাধারণ আঘাতে চিকি□সা দেওয়া হয়।

- প্রতিটি ক্লিনিকে শিশু ও মায়েদের টিকাদানের ব্যবস্থা আছে। ক্লিনিকে ডায়াবেটিস বা উচ্চ রক্তচাপের মতো অসংক্রামক রোগ শনাক্ত করা হয়। স্বাস্থ্যশিক্ষার পাশাপাশি দেওয়া হয় পুষ্টিশিক্ষা। বয়স্ক, কিশোর-কিশোরী ও প্রতিবন্ধীদের লক্ষণভিত্তিক চিকি□সা ও পরামর্শ দেওয়া হয়। ক্লিনিক থেকে প্রয়োজনীয় ওষুধ ছাড়াও শিশুদের অণুপুষ্টিকণার প্যাকেট দেওয়া হয়। গত মার্চ মাসে প্রধানমন্ত্রী কমিউনিটি ক্লিনিকে বিনা পয়সায় ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য ইনসুলিন দেওয়ারও নির্দেশ দিয়েছেন

- স্বাধীনতার সময় বাংলাদেশে শিশুমৃত্যুর হার ছিল ১৪১, এখন তা দাঁড়িয়েছে ২১ জনে।

- শিশু মৃত্যুহার হ্রাসে সাফল্যের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এমডিজি অ্যাওয়ার্ড-২০১০ অর্জন করেছেন।

- প্রতি লাখে মাতৃমৃত্যু ১৬৫ জন এবং বিগত ১০ বছরে প্রতি লাখে তা ৯৪ জন কমেছে
- SDG এর লক্ষ্যমাত্রা মাতৃমৃত্যুর হার প্রতি লাখ জীবিত জন্মে ৭০ জনের নিচে নিয়ে আসতে হবে ২০৩০ এর মধ্যে।
- সরকারের লক্ষ্য ২০৩০ সালের মধ্যে মাতৃমৃত্যু প্রতি হাজারে ৫০ জনের নিচে নামানো
- গড় আয়ু ৭৪ বছরে উন্নীত হয়েছে।

উদ্যোগ –৮
সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি

শেখ হাসিনার বারতা

গড়ো সামাজিক নিরাপত্তা

- লাইফ সাইকেল অ্যাপ্রোচের আওতায় উপকারভোগীর সংখ্যা প্রায় ৯২ লাখ (তারা জীবনব্যাপী ভাতা পাবেন) এবং সব ধরনের উপকারভোগীর সংখ্যা ২ কোটির বেশি
- সামাজিক নিরাপত্তা খাতে ৫২ টি প্রকল্প চালু আছে
- সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক পরিচালিত সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে বয়স্কভাতা - উপকারভোগীর সংখ্যা ৪৯ লাখ, আর্থিক বরাদ্দ ২৯৪০ কোটি টাকা
- বিধবা, স্বামী নিগৃহীতা মহিলাভাতা- উপকারভোগীর সংখ্যা ২০ লাখ ৫০ হাজার, আর্থিক বরাদ্দ ১২২০ কোটি টাকা
- অসচ্ছল প্রতিবন্ধীভাতা- উপকারভোগীর সংখ্যা ১৮ লাখ, আর্থিক বরাদ্দ ১৬২০ কোটি টাকা
- প্রতিবন্ধী শিক্ষা উপবৃত্তি, উপকারভোগীর সংখ্যা ১ লাখ, আর্থিক বরাদ্দ ৯৫.৬৪ কোটি টাকা

- হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি, উপকারভোগীর সংখ্যা ৬ হাজার, আর্থিক বরাদ্দ ৬ কোটি টাকা

- ৫০ বছর বা তদুর্ধ্ব বয়সের দুঃস্থ ও অসচ্ছল হিজড়া ব্যক্তিকে মাসিক ৬০০ টাকা হারে বিশেষ ভাতা প্রদান

- হিজড়া শিক্ষার্থীদের মাসিক হারে প্রাথমিক স্তরে ৭০০ টাকা, মাধ্যমিক স্তরে ৮০০ টাকা, উচ্চমাধ্যমিক স্তরে ১০০০ টাকা এবং উচ্চতর স্তরে ১২০০ টাকা হারে শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদান

- চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি- উপকারভোগীর সংখ্যা ৫০ হাজার, ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা করে বছরে এককালীন অর্থ সহায়তা

- বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি- উপকারভোগীর সংখ্যা ৮১ হাজার ৪২০ জন, আর্থিক বরাদ্দ ৭৫.৯৮ কোটি টাকা এবং

প্রাথমিক স্তরে ৭০০ টাকা, মাধ্যমিক স্তরে ৮০০ টাকা, উচ্চমাধ্যমিক স্তরে ১০০০ টাকা এবং উচ্চতর স্তরে ১২০০ টাকা শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদান

- সামাজিক নিরাপত্তা খাতে বাজেটে বরাদ্দ ১৬.৭৫%

- ২০০৮-০৯ সালের চেয়ে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে বাজেটে বরাদ্দ বেড়েছে প্রায় ৮%

- মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য সম্মানীভাতা, উৎসবভাতা , বাংলা নববর্ষ এবং মহান বিজয় দিবসভাতা- উপকারভোগীর সংখ্যা ২ লাখ, বরাদ্দ ৩৪৭৩ কোটি টাকা

- বেসরকারি এতিমখানা ক্যাপিটেশন গ্রান্ট- উপকারভোগী প্রায় ১ লাখ, বরাদ্দ ২৩১ কোটি টাকা
- দরিদ্র মা'র জন্য মাতৃত্বকালীনভাতা- উপকারভোগীর সংখ্যা ৭ লাখ ৭০ হাজার, বরাদ্দ ৭৩৯.২০ কোটি টাকা
- ক্যান্সার, কিডনি, লিভার সিরোসিস, জন্মগত হৃদরোগ, স্ট্রোক ও থ্যালাসেমিয়া রোগীদের আর্থিক সহায়তা কর্মসূচি- উপকারভোগীর সংখ্যা ৪০ হাজার,এক কালীন ৫০,০০০ টাকা

- কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা তহবিল - উপকারভোগীর সংখ্যা ২ লাখ ৭৫ হাজার, বরাদ্দ ২৬৪ কোটি টাকা

- ভিজিডি কার্যক্রম- উপকারভোগীর সংখ্যা ১০ লাখ ৪০ হাজার, বরাদ্দ ১৬৮৫ কোটি ৭ লাখ টাকা,মাসে ৩০ কেজি করে চাল
- দারিদ্রের হার ২০.৫% ও অতি দারিদ্রের হার ১০.৫%

সামাজিক নিরাপত্তা খাতে ২০২২-২৩ এর বাজেট বরাদ্দ

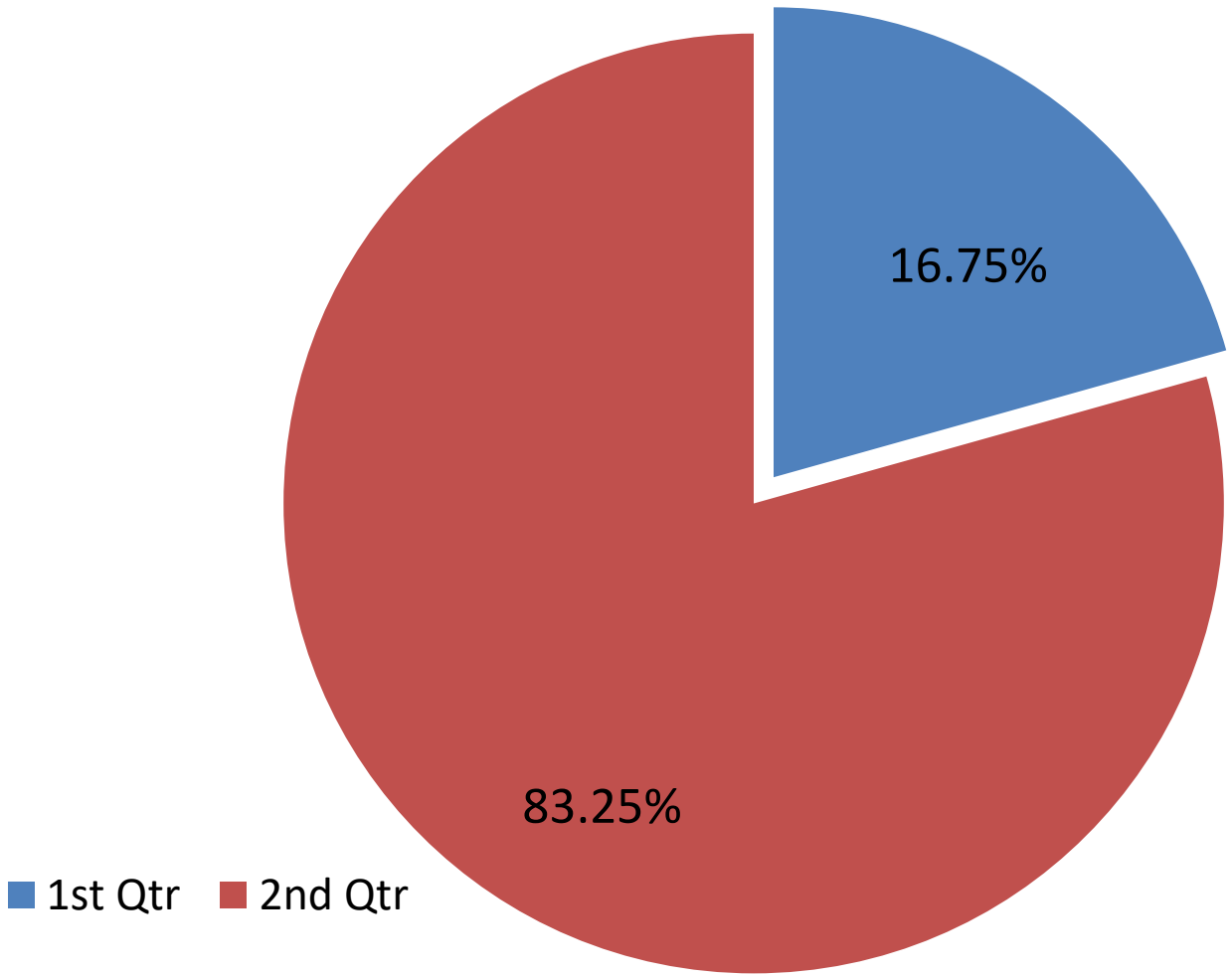

উদ্যোগ –৯
বিনিয়োগ বিকাশ

শেখ হাসিনার আশার প্রকাশ

বিনিয়োগের হোক সফল বিকাশ

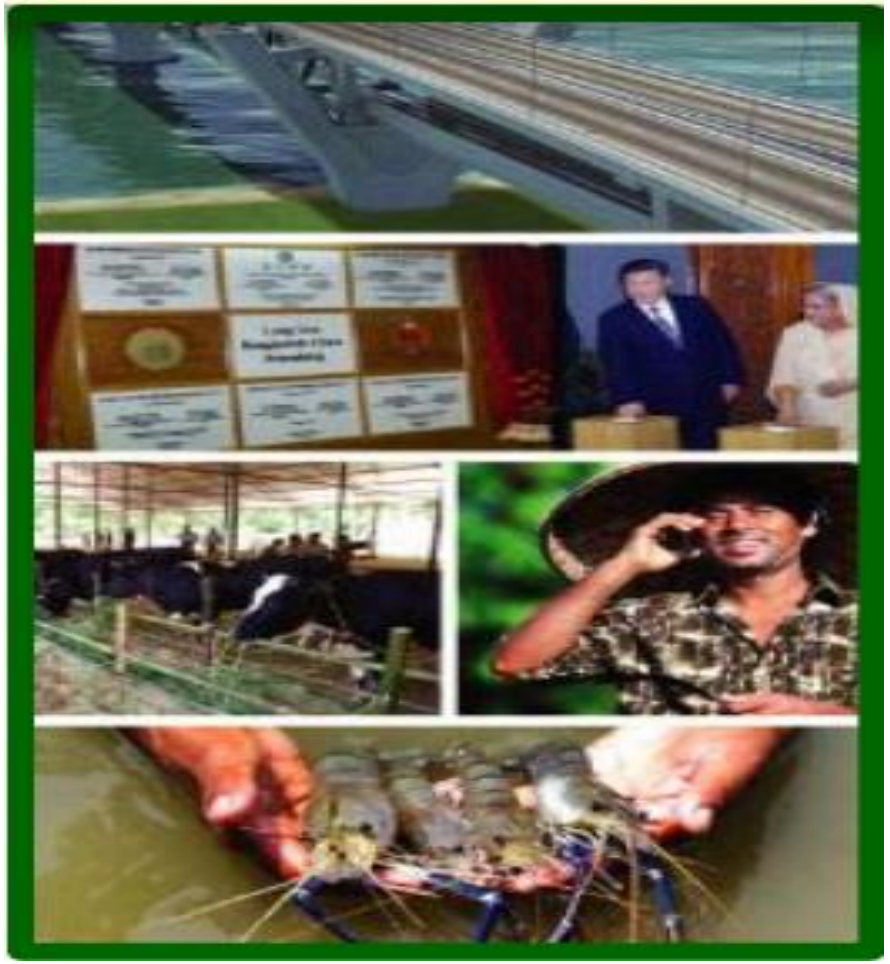

- ৮টি ইপিজেডে এ পর্যন্ত বিনিয়োগ হয়েছে ৫৮৫৮.০২ মিলিয়ন ডলার
- ৮টি ইপিজেডে এ পর্যন্ত কর্মসংস্থান হয়েছে ৪৮০১৪০ জনের। লক্ষ্য ১কোটির কর্মসংস্থানের
- ২০২১ সালে মোট FDI ১৮০৩.০৪ মিলিয়ন ডলার

লেখচিত্র ১৪.১ঃ বাংলাদেশে প্রকৃত প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগের (FDI) প্রবাহ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

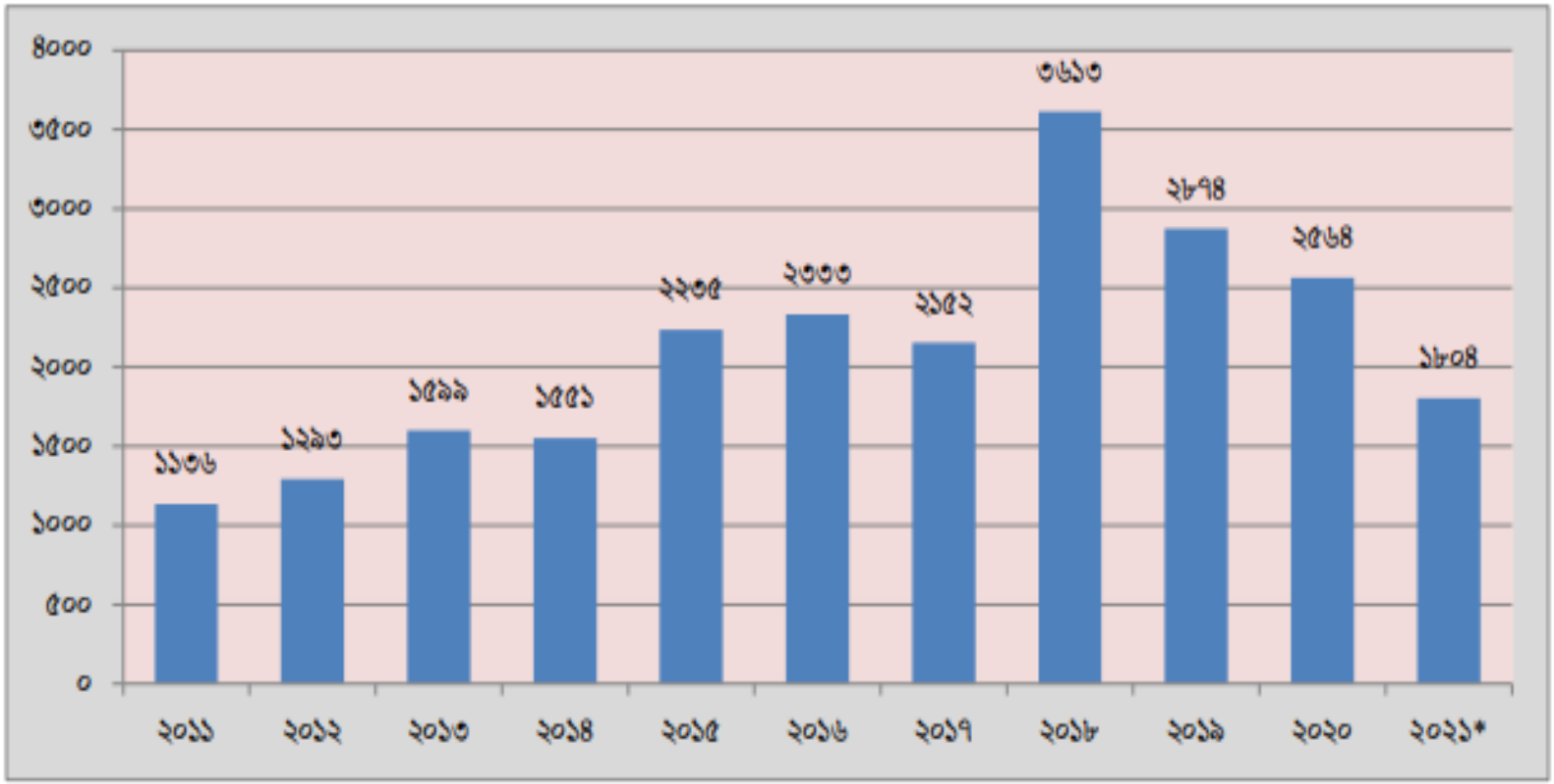

উৎসঃ বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ও পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক। * সেপ্টেম্বর ২০২১ পর্যন্ত।

- ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা(৯৭টি নির্বাচন)
- ৩৮০০০ জনের কর্মসংস্থান
- PPP মাধ্যমে ৭৮টি প্রকল্পে ৩৬.৫ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ হবে

ক্রমিক নং	খাত	সম্ভাব্য ব্যয় (মিঃমাঃডঃ)
	পরিবহণ ও যোগাযোগ খাত	
১	ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে	১২৪৩
২	ঢাকা বাইপাস চার লেনে উন্নীতকরন	৩৫৯
৩	হাতিরঝিল রামপুরা সেতু	২৬১
৪	ঢাকা ইস্ট ওয়েস্ট এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ	২০৫০
৫	ধীরাশ্রম রেলস্টেশনে নতুন আইসিডি নির্মাণ	১৫৩
৬	খানজাহান আলী বিমানবন্দর, বাগেরহাট	৩০০
৭	খানপুরে অভ্যন্তরীণ কন্টেইনার টার্মিনাল নির্মাণ ও পরিচালনা	৩০
৮	গাবতলী নবীনগর রোড	৩৪০
৯	সার্কুলার রেলওয়ে লাইন	৮৩৭৩
১০	চট্টগ্রাম-কক্সবাজার হাইওয়ে উন্নীতকরন	১৪৬২
১১	পাটুরিয়া-গোয়ালন্দতে ২য় পদ্মাসেতু নির্মাণ	১৫০০
১২	এমআরটি লাইন-২	৩৪৭৯
১৩	নারায়ণগঞ্জ শহরের জন্য লাইট রেপিড ট্রানজিট সিস্টেম	২০০
১৪	কমলাপুর রেলওয়েতে মাল্টি মোডাল হাব তৈরি	২৫৯৫
১৫	বিমানবন্দর রেলওয়েতে মাল্টি মোডাল হাব তৈরি	২০০
১৬	আউটার রিং রোড	১৫২৯
১৭	ভুলতা-আড়াইহাজার-বাঞ্ছারামপুরসড়কে মেঘনা নদীর উপর ব্রিজ নির্মাণ	৮৭৮
১৮	ঢাকা (জয়দেবপুর)-ময়মনসিংহ (এন৩) হাইওয়েকে এক্সপ্রেসওয়েতে উন্নীতকরণ	৩৯৪.৫
১৯	মংলা বন্দরে ২টি জেটি নির্মাণ	৯৪
২০	লালদিয়া বাল্ক টার্মিনাল নির্মাণ	৩০০
২১	বে-টার্মিনাল	২০৮৯
২২	ইকুইপ,অপারেট এন্ড মেইন্টেইন পতেঙ্গা কন্টেইনার টার্মিনাল	৫৮
২৩	পায়রা পোর্ট কোল টার্মিনাল	৬৬০
২৪	পায়রা পোর্ট কন্টেইনার টার্মিনাল	৩০০

- পদ্মা সেতু নির্মাণের ফলে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ২১ জেলার প্রায় তিন কোটি মানুষ উপকৃত হবে।GDP ১.২% বৃদ্ধি পাবে।
- মহাসড়কগুলো চার লেনে উন্নীত করা হয়েছে।৫৫কিমি ভাঙ্গা এক্সপ্রেস ওয়ে নির্মাণ করা হয়েছে
- বিদ্যুৎ ,আইসিটি এবং যোগাযোগ খাতের উন্নয়ন বিনিয়োগের নতুন দ্বার উন্মোচন করেছে।
- সারাদেশে ৩৯টি হাই-টেক পার্ক স্থাপন করা হবে।এ পর্যন্ত ৫০ মিলিয়ন বিনিয়োগ হয়েছে।

- ২০২২ ডিসেম্বরে চালু হয়েছে ২১.২৬ কিমি মেট্রোরেল। প্রতিদিন ৯৬০০০০ যাত্রী পরিবহন করতে পারবে।
- আনোয়ারা-কর্ণফূলী অঞ্চলের অর্থনীতির প্রায় মাত্র ২ শতাংশ জমি শিল্পে ব্যবহৃত হয় বঙ্গবন্ধু টানেলটি চালু হলে ওই এলাকার প্রায় ২৭ শতাংশ শিল্প উন্নয়নের ব্যবহার হবে।
- গত ১০ বছরে ৩৩০ কিমি নতুন রেল লাইন নির্মাণ ও ১১৩৫ কিমি সংস্কার/পুনর্নির্মান করা হয়েছে

উদ্যোগ –১০
পরিবেশ সুরক্ষা

শেখ হাসিনার শিক্ষা

পরিবেশ কর রক্ষা

প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ, জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবিলা, গবেষণা, উদ্ভিজ্জ জরিপ এবং বনজ সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে টেকসই পরিবেশ ও বন নিশ্চিতকরণ এ উদ্যোগের লক্ষ্য।

পরিবেশ ও টেকসই উন্নয়নে বিশেষ অবদানের জন্য জাতিসংঘের পরিবেশবিষয়ক প্রোগ্রাম (UNEP) হতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ২০১৫ সালে 'Champions of the earth' পুরস্কার প্রদান করা হয়।

- IPCC প্রাক্কলন অনুযায়ী ২০৫০ সালে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাবে ভুমির ১৭% ও খাদ্য উ□পাদনের ৩০% হারিয়ে যাবে।

- দীর্ঘ মেয়াদে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় সমন্বিতভাবে অভিযোজন কৌশল ও করনীয় নির্ধারনে **United Nations Framework Convention on Climate Change** এর আওতায় NAP(National Adaption Plan) প্রনয়ন করা হচ্ছে

- ২০-২১ অর্থ বছরে ২৫টি মন্ত্রনালয় /বিভাগ বাজেটের ৭.৫৫ শতাংশ বরাদ্দ জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত বরাদ্দ দেয়া হয়েছে

- বনভুমির পরিমাণ ১৭.৫%। বন আচ্ছাদিত বৃক্ষের পরিমাণ ২২.৩৭%

- দেশের ১৩টি এলাকাকে Ecologicaly Critical Area হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে

- ১৭৮টি পরিবেশবান্ধব (গ্রীন ইন্ডাস্ট্রি) কারখানা – বিশ্বে ১ম ১০টির মধ্যে ৮টি বাংলাদেশের। ২য় অবস্থানে চীন-১০টি

- সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে

- বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য আইন-২০১৭ প্রনয়ন করা হয়েছে

- তরল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ETP ২২৪৯টি ইউনিটে স্থাপন করা হয়েছে

- ৬০০টি তরল বর্জ্য নির্গমনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের অনুকুলে জিরো ডিসর্চাজ প্ল্যান অনুমোদন করা হয়েছে

- টেকসই অর্থায়ন ও পরিবেশ বান্ধব ব্যংকিং এ অর্থায়নের পরিমাণ ৪৯৫০০.৪২ কোটি টাকা

- বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রনে ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রন) আইন-২০১৩ প্রনয়ণ করা হয়েছে

ধন্যবাদ